JAN 30 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪ কলাম ...১....

এবার পাঠ্যবই ছিনতাই এবং পুলিশের বুড়ো আঙুল

ছিনতাইকারীদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, ছিনতাইয়ের ঘটনা যেমন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে, তেমনি ছিনতাইয়ের সামগ্রীও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এক সময় ছিনতাইকারীদের টার্গেট ছিল শুধু নগদ অর্থ আর সোনার গয়না। ক্রমে সেটা বিস্তৃত হতে হতে কাপড়ের গাঁইট, মাছ, মুরগিভর্তি ট্রাক এমনকি তৈরি পোশাক পর্যন্ত ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাইয়ের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হলো পাঠ্যবই। গত শনিবার দুপুর ২টায় শরীয়তপুর জেলার ভেদেরগঞ্জ উপজেলায় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ছিনতাইকারীরা প্রাথমিক শিক্ষার ৫শ বই ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ভেদেরগঞ্জ উপজেলাধীন চর মহেশখালীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুপুর ২টার দিকে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ৫শ বই উঠিয়ে তিনটি বস্তায় ভরে স্কুলে যাওয়ার পথে ৪/৫ জন ছিনতাইকারী অস্ত্র দেখিয়ে তাদের গতিরোধ করে। পাঠ্যবইয়ের বস্তা তিনটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ছিনতাইকারীদের এই কাজটি যদি জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে করা হতো তাহলে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হতাম। অবশেষে এদেশের ছিনতাইকারী সম্প্রদায় অস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাই করে হলেও তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটাচ্ছে। জ্ঞান অর্জনের এমন প্রবল বাসনাকে কে না সাধুবাদ জানাবে? কিন্তু ব্যাপারটি যে তা নয় এটা সকলেরই জানা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড এবং 'পুস্তকা'র অদক্ষতায় বাজারে পাঠ্যপুস্তকের দারুণ সংকট চলছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের কোন অঞ্চলের কোন স্কুলই বলতে পারবে না প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর কোন বই তারা পুরোপুরি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড এবং পুস্তকার যৌথ প্রযোজনায় পাঠ্যপুস্তকের যে সংকট সাফল্যজনকভাবে তৈরি করা হয়েছে তার ফলে অনেক স্থানেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্যে পুরনো বাতিল বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। বিনামূল্যের বই সব চলে গেছে কালোবাজারে। সেখানে বিনামূল্যে বিতরণের নতুন বই অনেক অভিভাবকই কিনেছেন এবং কিনছেন অত্যন্ত চড়া দামে। এরপরও বোর্ড বলছে পাঠ্যবইয়ের সংকট নেই, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে পাঠ্যবইয়ের সংকট নেই।

কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন পাঠ্যবইয়ের সংকট। এর জন্যে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল-বিক্ষোভ করছে বইয়ের দাবিতে। রাজশাহীতে অভিভাবকরাও বিক্ষোভ করেছেন বইয়ের দাবিতে।

পাঠ্যবইয়ের সংকটের কথাটা শুধু যে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা জানেন তা নয়, আরেকটি গোষ্ঠীও যে জেনে গেছে সেটা বোঝা গেল পাঠ্যপুস্তক ছিনতাইয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে। ছিনতাইকারীরা জানে পাঠ্যবইয়ের সংকট। ছিনতাই করতে পারলে মোটা টাকায় বিক্রি করা যাবে তাদেরই কাছে, যাদের জন্য প্রধান শিক্ষক নিয়ে যাচ্ছিলেন ৩ বস্তা বই। অস্ত্র তো হাতে আছেই। ব্যাস, ঠেকাও আর বইয়ের বস্তা লুট কর। পাঠ্যবইয়ের সংকটের সাথে যোগ হলো ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ভয়।

এর সঙ্গে আরো যুক্ত হলো আমাদের পুলিশ বাহিনীর কর্মতৎপরতা। প্রধান শিক্ষক পাঠ্যবই ছিনতাইয়ের মামলা করতে গেলে ভেদেরগঞ্জ থানার মহামান্য ওসি বাহাদুর যথারীতি মামলা গ্রহণ না করে পুলিশ বাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের পতাকা তুলে ধরেছেন। আমরা যতদূর জানি, অতিসম্প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহামান্য পুলিশ বাহিনীর প্রতি নয় দফা নির্দেশনামা জারি করেছেন। এর প্রধানটি হলো মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করবেন না। এখন ওসি সাহেবদের এক এক হাতে একটি করে বুড়ো আঙুল রয়েছে। যদি মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশের প্রতি বুড়ো আঙুলই দেখানো না গেল তাহলে বুড়ো আঙুলটা রয়েছে কেন? ওসি সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আঙুলের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন।